নিত্য ট্রেন যাত্রা

- তুলি পাত্র

প্রত্যেক দিন সকাল ৭-৩০ মিনিটে শিনসুগিতা স্টেশন থেকে আমি আর আমার পুত্র ট্রেন ধরি স্কুলের জন্য। সাধারণত উঠি প্রথম কামরাতেই। ট্রেনে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে যে, সে হল মিড্‌ল স্কুলের এক ছাত্রী। যে কোনো কারণেই হোক, কিশোরীটিকে সর্বক্ষণ হাত মুখ গলা (এমনকি চোখের পাতা পর্যন্ত) চুলকাতে দেখা যায়। ট্রেন ইয়ামাতে স্টেশনে পৌঁছালে, নেমে যায় মেয়েটি। ওই স্টেশনেই নামে আমার পুত্রটিও এবং আরও অনেকেই।

ভাবি এইবার বুঝি একটু শান্তিতে দাঁড়ানো যাবে। কিন্তু তা হওয়ার নয়, কারণ আবার ট্রেন বোঝাই করে যাত্রী ওঠে, আর আমার অবস্থা হয় স্যান্ডউইচের মত। ওই ভাবেই কোনো রকমে পৌঁছাই সাকুরাগিচো স্টেশনে --উল্টো দিকের প্ল্যাটফর্মে আরেকটি ট্রেন। একদিন হঠাৎ সেই ট্রেনের ভিতরে ইংরেজী দৈনিক পত্রিকা পাঠরত এক ভদ্রলোকের দিকে চোখ পড়লো। চেনা চেনা মনে হচ্ছে যেন ! আরে, এ যে আমাদের শ্যামল দা ! চেঁচিয়ে আমি ডেকেই ফেলেছিলাম প্রায়, কিন্তু তখনই মনে হল, "এটা তো জাপান। এখানে স্টেশনের মধ্যে কাউকে চেঁচিয়ে ডাকাডাকি করা কি ভাল দেখাবে ?"

যাইহোক, ইয়োকোহামা স্টেশনে পৌঁছানোর পর ট্রেন অনেকটাই খালি হয়ে যায়, আর আমিও একটু এগিয়ে যাই দরজার দিকে --কারণ পরের স্টেশনেই ট্রেন বদলে আমার ইয়োকোহামা লাইন নেওয়ার পালা। দরজার পাশে স্যুট-বুট পরা অফিসযাত্রীদের ভিড়। দরজা বন্ধ হতেই শুরু হয়ে যায় তাঁদের বাসি মুখের হাই তোলা। ওদিকে আমার তখন "ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি"র মত অবস্থা -- পেট থেকে অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসে আর কি ! কোনোক্রমে পরের স্টেশনে পৌঁছে তাড়াতাড়ি ট্রেন বদলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।

আহ্ একটু যেন শান্তি ! কিন্তু তাই বা আর কতটুকু সময়ের জন্য। ভিড় হয়ে যায় নিমেষের মধ্যে -- গাদাগাদি, ঠাসাঠাসি। নজর কাড়ে এক teenager -- এই কিশোরী আমার সামনের সিটে বসে বড় ব্যাগ থেকে ছোট একখানা ব্যাগ বার করে মেকআপ-এ মনোনিবেশ করেছে। হাতে এক গোছা চোখের পাপড়ি। হায় ! হায় ! চোখের পাপড়িগুলো তুলে ফেললো মেয়েটা ? ভাল করে তাকিয়ে দেখে নিশ্চিন্দি। False eye-lash -- মেয়েটা ততক্ষণে নিপুন হাতে সেঁটে নেয় চোখের পাতায়। "নিখুঁত কাজ" ! ভাবতে না ভাবতেই আরেক দফা আঁতকে ওঠার পালা ! কাঁচির মত দেখতে হাতে ওটা কি ? চোখের পাতায় আটকে নিয়ে এমন টানাটনি করছে যে ভয় হয় বুঝি চোখটাই উপ্‌ড়ে বেরিয়ে আসে ! তবে না , এবারও রক্ষে , বিপদ তো হয়ই না , বরং কাঁচিরূপী প্রসাধন সরঞ্জামটির দৌলতে মেয়েটির চোখ দুটো যেন বেশ ডাগর ডাগর পটলচেড়া চোখের মতই বড়সর দেখায়। মনে মনে ভাবি, "একেই বলে Made in Japan ."

আবার গন্তব্যে পৌঁছানোর অপেক্ষা। হঠাৎ মনে হয় গায়ে যেন কিসের সুরসুরি লাগছে। পাশে তাকিয়ে দেখি নিদ্রামগ্ন এক ভদ্রলোক ঢলে পড়েছেন আমার কাঁধে। তবু হুঁশ্ নেই, ঘুম ভেঙে যাওয়ার লক্ষণও নেই। আমি তাঁর মাথাটা ধরে সোজা করে বসিয়ে দেই। মিনিট খানেকের মধ্যে যে কে সেই। আবার ঠেলা মেরে সরিয়ে দি। ঠেলাঠেলির পুনরাবৃত্তির মধ্যেই ট্রেন পৌছে যায় তোকাইচিবাতে -- আমার চূড়ান্ত গন্তব্যে।

তাড়াতাড়ি ট্রেন থেকে বেরিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ে।
এই হল আমার দৈনিক পঞ্চাশ মিনিটের ট্রেন যাত্রার সংক্ষিপ্ত বিবরণ। ❑